দৈনিক বাংলা

তারিখ ...20 OCT 1994.....
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭.....

08

সাড়ে ৮ মাস পর খোলার চতুর্থ দিনে

চট্টগ্রাম পলিটেকনিকে ছাত্র সংঘর্ষঃ গুলিতে নিহত ১ আহত ১০

স্টাফ রিপোর্টার ঃ চট্টগ্রাম, ১৯ অক্টোবর।-ছাত্র অসন্তোষের জন্য সাড়ে ৮ মাস চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট বন্ধ থাকার পর খুলে দেয়ার চতুর্থ দিনে দু-দল ছাত্রের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষে একজন নিহত এবং ১০ জন আহত হয়েছে। নিহত মিজান (১৬) পলিটেকনিক ইনস্টিটিটের গেটের একটি দোকানের কর্মচারী। দুই গ্রুপের গোলাগুলির সময় মিজান দ্রুত দোকান বন্ধ করে পালানোর চেষ্টার সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়।

দুপুর ১২ টায় একদল সশস্ত্র যুবক একটি মাইক্রোবাসযোগে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট গেটে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। এ সময় ইনস্টিটিউটের গেটে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন থাকলেও তারা দ্রুত আত্মরক্ষার্থে গেট থেকে সরে পড়ে। প্রায় আধ ঘন্টা পর্যন্ত গুলি বিনিময় ও

(৫–এর পৃঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) **চট্টগ্রাম**

ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার পর বহিরাগতরা পালিয়ে যায়। এরপর শুরু হয় পুলিশের তৎপরতা। ছাত্র অসন্তোষ, সংঘর্ষের কারণে প্রায় সাড়ে ৮ মাস ইনস্টিটিউট বন্ধ থাকার পর গত ১৫ অক্টোবর খুলে দেয়া হয়। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এই হামলার জন্য ইসলামী ছাত্র শিবিরকে দায়ী করেছে। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ছাত্রসংসদের জিএস ছাত্রদল নেতা বলেন, কথিত নাসির গ্রুপের নেতৃত্বে শিবিরের সশস্ত্র কর্মীরা মাইক্রোবাসযোগে এসে সশস্ত্র হামলা চালায়। শিবিরের পক্ষ থেকে এ ঘটনার জন্য ছাত্রদলকে অভিযুক্ত করে বলা হয়, শিবিরের একটি মিছিল চলাকালে ছাত্রদলের সশস্ত্র কর্মীরা মিছিলের ওপর গুলিবর্ষণ করে। চট্টগ্রাম মেডিক্যাল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহতদের মধ্যে শহিদুল আলমের অবস্থা আশংকাজনক। আবদুল খালেক (৩৫) ও মিজানুর রহমান (৩৩) নামে দু'জন গুলিবিদ্ধ পথচারীও রয়েছে। চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে এখনো উত্তেজনা বিরাজ করায় কর্তৃপক্ষ ইনস্টিটিউট বন্ধ রাখার বিষয় নিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছেন। একজন শিক্ষক জানান, সাড়ে ৮ মাস পর ইনস্টিটিউট খুলে আবার বন্ধ করার ইচ্ছা নেই। তবু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ আসলে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।